কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ :৫৫ ❑ মে-জুন ❑ ২০২২ খ্রি.❑ ১৮ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ❑১৪২৯ বঙ্গাব্দ ❑১৪৪৩ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মো. আব্দুস সামাদ
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল: biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
মুদ্রণে: প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া নানা রকম ফল উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ফল বাংলাদেশের একটি উপকারী উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। স্বাদ, রং, গন্ধ ও পুষ্টির বিবেচনায় আমাদের দেশীয় ফলসমূহ অনন্য। মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অন্যতম প্রধান উৎস দেশীয় ফল। ফল খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদাপূরণ, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মেধার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলদবৃক্ষ পরিবেশ রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরও অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে। ফলদ বৃক্ষরোপণ ও উৎপাদনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রতি বছরের মত এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গত ১৬ জুন থেকে ১৮ জুন ২০২২ রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তন চত্বরে জাতীয় ফল মেলার আয়োজন করা হয়। এ বছর ফল প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য ছিল 'বছরব্যাপী ফল চাষে, অর্থ পুষ্টি দুই-ই আসে'। এবারের ফল মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও নান্দনিকতা বিবেচনায় বিগত বছরের মত বিএডিসি প্রথম স্থান অর্জন করে। মেলায় বিএডিসি'র স্টলে বিভিন্ন ধরনের দেশি-বিদেশি ফল প্রদর্শিত হয়। দেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফলদবৃক্ষ লাগানোর বিকল্প নেই। ২৫ জুন ২০২২ তারিখে নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত বাংলাদেশের গৌরব পদ্মা সেতু উদ্বোধন হওয়ায় দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমা অঞ্চলের বিশাল ফল ও ফসলের ভাণ্ডার রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সহজে পৌছানোর দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। আসুন আমরা সকলে মিলে অন্তত একটি করে ফলদ বৃক্ষরোপণ করি।

ভেতরের পাতায় ....

পুষ্টিজাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে কাজ করছি: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী...০৩
বিএডিসিতে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্পের সেমিনার অনুষ্ঠিত ০৪
জাতীয় ফল মেলায় আবারও বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন ০৫
নজরুল গবেষণায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের পদকপ্রাপ্তি ০৬
বিএডিসিতে জার্মপ্লাজম, গ্যাপ ইম্প্রুভমেন্ট ও গবেষণা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত..................... ০৭
বিএডিসিতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত ০৮
পতিত জমি চাষে সব সহযোগিতা দেয়া হবে: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী.. ০৯
বিএডিসিতে নবযোগদানকারী ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত..১০
কৃষিক্ষেত্রে সৌরশক্তির ব্যবহার ও বিএডিসি'র কার্যক্রম ১১
স্মল হোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রকল্প সেচ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে................ ১৩
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি... ১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

পুষ্টিজাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে কাজ করছিঃ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরির্দশন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) চত্বরে তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফল মেলা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৬ জুন ২০২২ তারিখে মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। মেলা চলে ১৮ জুন পর্যন্ত। তবে মানুষের আগ্রহের কারণে তা আরো দুই দিন বৃদ্ধি করা হয়। এবারের ফল মেলার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বছরব্যাপী ফল চাষে, অর্থ পুষ্টি দুই-ই আসে'। মেলা প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। মেলায় আগত দর্শনার্থীরা ফল চাষের বিভিন্ন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে এবং রাসায়নিক মুক্ত বিভিন্ন জাতের ফল ক্রয় করতে পেরেছেন। সরকারি ও বেসরকারি মিলে ৬৭টি প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে।

মেলার উদ্বোধন করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল মানুষের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করতে কাজ করছে। মানুষকে পর্যাপ্ত পুষ্টিজাতীয় খাবার দিতে সরকার চেষ্টা করছে। বর্তমানে একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ফলের চাহিদা ২০০ গ্রামের বিপরীতে মাত্র ৫৫-৬০ গ্রাম খেতে পারছে, এটিকে ২০০ গ্রামে উন্নীত করতে হবে। ১৭ কোটি মানুষের প্রত্যেকের জন্য ২০০ গ্রাম ফল নিশ্চিত করা অনেক চ্যালেঞ্জিং। সেজন্য পুষ্টিজাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। চালের উৎপাদনে আমরা যেমন বিপ্লব ঘটিয়েছি তেমনি ফলের উৎপাদনেও বিপ্লব ঘটাতে চাই।

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরির্দশন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

দেশি ফল বিলুপ্ত হবে না বলে মাননীয় মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশি ফলের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পরে কেআইবি মিলনায়তনে জাতীয় ফল মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে যোগ দেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ, কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব শেখ মোঃ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব বেনজীর আলম প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংস্থাপ্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিএসও জনাব বাবুল চন্দ্র সরকার। তিনি জানান, বর্তমানে দেশে দেশি বিদেশি ৭৮ রকমের ফল চাষ হচ্ছে। তবে উৎপাদিত ফলের শতকরা ৬০ ভাগই হচ্ছে আম, কলা ও কাঁঠাল।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বিএডিসি'র স্টল পরির্দশন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিএডিসিতে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্পের সেমিনার অনুষ্ঠিত

সেনিমনারে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

গত ২৬ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তর কৃষি ভবনের সেমিনার হলে ''বীজআলু ও উচ্চমূল্যের উদ্যান ফসলের বীজ/চারা উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ জীবপ্রযুক্তি প্রকল্পের পারঙ্গমতা: বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে জুম ক্লাউড প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর সভাপতিত্বে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ''জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প'' এর প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ রেজাউল করিম। মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও ইউজিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বিএডিসি'র মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে। বিশেষ আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের এ.পি.এ পুল সদস্য জনাব মোঃ হামিদুর রহমান এবং বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম।

মূল প্রবন্ধে ড. মোঃ রেজাউল করিম বলেন, কৃষির উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তি অপরিসীম ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যেই বিএডিসি বীজআলু নিয়ে গবেষণা করছে। পাশাপাশি উচ্চমূল্যের ফসলের বীজ ও চারা উন্নয়ন ও সেগুলোকে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিএডিসি কাজ করে যাচ্ছে। জীববিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ভবিষ্যতের কৃষিকে প্রভাবিত করবে।

মুখ্য আলোচকের বক্তব্যে ইউজিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান আকন্দ বলেন, এটি একটি সময়োপযোগী প্রবন্ধ। প্রযুক্তি কৃষি উন্নয়নে আবশ্যক। এই প্রযুক্তিকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। বিরূপ ও প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে পারে এমন আলুসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন করতে হবে।

প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ বিগত ৫০ বছরে কৃষিতে অভাবনীয় উন্নতি অর্জন করেছে। এ অর্জনে বিএডিসি, ডিএইসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সামষ্টিক অবদান রয়েছে। বাংলাদেশ এখন কম করে ১০টি ফসল উৎপাদনে বিশ্বে দশের মধ্যে। আমাদের প্রতিনিয়ত খাদ্য উৎপাদনের তাগাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে উচ্চ প্রযুক্তির গবেষণা করতে হবে। কৃষিসচিব আরও বলেন, আমরা ইতোমধ্যেই আলু রপ্তানি শুরু করেছি। এটিকে টেকসই করতে আলুর জাত উন্নত করার পাশাপাশি একে রোগমুক্ত রাখতে হবে। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় সবার আগে পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। কৃষিকে লাভজনক ও রপ্তানিমুখী করতে বিএডিসি আগেও ভূমিকা রেখেছিল, সামনেও রাখবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

সমাপনী বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, যারা এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা রইলো। আলু আমাদের অর্থকরী ফসল। এই আলুকে জীবপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আরো উন্নত করতে হবে। আলুসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বরাবরের মতই নিজেদের সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন, ভবিষ্যতেও রাখবেন।

জাতীয় ফল মেলায় আবারও বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন

গত ১৬-১৮ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফল মেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) প্রথম স্থান অর্জন করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এ মেলায় প্রতিবারের মত এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

রাজধানীর খামারবাড়িতে অবস্থিত কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) চত্বরে আয়োজিত এ মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এ সময় কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহসহ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় ফল মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামের নিকট থেকে বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

এবারের মেলায় সর্বমোট ৬৪টি স্টলে নানা জাতের ফলমূল ফল উৎপাদন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রদর্শন করা হয়। এ বছর জাতীয় ফল মেলার প্রতিপাদ্য ছিল 'বছরব্যাপী ফল চাষে, অর্থ পুষ্টি দুই-ই আসে'। এবারের ফল মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও নান্দনিকতা বিবেচনায় বিগত বছরের মত বিএডিসি প্রথম স্থান অর্জন করে। কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলামের নিকট থেকে বিএডিসি'র পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম বলেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ফল অপরিহার্য। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ায় কৃষকরা ফল চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। বিদেশে ফল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও দেশের সক্ষমতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাতীয় ফল মেলায় আবারও প্রথম স্থান অর্জন করায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, এ পুরস্কার বিএডিসি'র সামষ্টিক অর্জন। এ অর্জনের ধারা সর্বক্ষেত্রেই অব্যাহত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান সংস্থাকে মনেপ্রাণে ধারণ করে সকল কর্মচারীকে কাজ করার ক্ষেত্রে আরও উদ্যমী এবং তৎপর হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টল

নজরুল গবেষণায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের পদকপ্রাপ্তি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে ব্যতিক্রমী গবেষণায় অবদান রাখায় 'দীনেশ-রবীন্দ্র চিঠিপত্র সম্মাননা-২০২২' পদকে ভূষিত হয়েছেন।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে ব্যতিক্রমী গবেষণায় অবদান রাখায় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ 'দীনেশ-রবীন্দ্র চিঠিপত্র সম্মাননা-২০২২' পদকে ভূষিত হওয়ায় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ

গত ১ জুন ২০২২ তারিখে ভারতের আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটির উদ্যোগে ঢাকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর প্রশাসনিক ভবনে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।

জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বাল্যকাল থেকে লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর বাণী সংকলন করেছেন 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বাণীসমুচ্চয়' নামে। তিনি বঙ্গবন্ধু ও নজরুলের লড়াই-সংগ্রামের সাদৃশ্য নিয়ে রচনা করেন 'চেতনাগত ঐক্য: বঙ্গবন্ধু ও নজরুল' শীর্ষক গ্রন্থটি। তাঁর প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ময়ূখ'। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ওপর তাঁর অধ্যয়ন, গবেষণা ও রচনা বিশেষ ব্যতিক্রমী।

জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ 'সময়ের কাননে অসময়ের কুসুম', 'ঝরতি ফুলের মধু'. জীর্ণ তরুর শীর্ণ পল্লব', 'ছায়া ছায়া আলোর মায়া'। তিনি "Women and Gender" শীর্ষক পাঠ্য পুস্তকটি সম্পাদনা করেন। তাঁর রচিত 'অন্য রকম নজরুল', 'আমার নজরুল: প্রজন্মে প্রজন্মে', 'বাঙালির নজরুল', 'অনাবিষ্কৃত নজরুল', 'নজরুল সিন্ধুর কয়েক বিন্দু', 'শিশু বান্ধব নজরুল' শীর্ষক নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। তিনি বিশ্বখ্যাত নজরুল গবেষক উইনস্টন ই ল্যাংলি চিত নজরুল বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ সাত বিশিষ্টজনকে 'দীনেশ-রবীন্দ্র চিঠিপত্র সম্মাননা-২০২২' পদক প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্তির জন্য বিএডিসি'র চেয়ারম্যানকে সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

বিএডিসিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার কক্ষে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" বিষয়ক কর্মশালায় অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র বিভিন্ন স্তরের ১৫০ জন কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রণ করেন।

কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মো. আব্দুস সামাদ এবং বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান।

কর্মশালায় নাগরিকদের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একজন কর্মচারী হিসেবে কেমন আচরণ করা উচিত সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেবাগ্রহীতা নাগরিকদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের পাশাপাশি একজন কর্মচারীর ব্যক্তি, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শুদ্ধাচারের গুরুত্ব কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়।

বিএডিসিতে জার্মপ্লাজম, গ্যাপ ইম্প্রুভমেন্ট ও গবেষণা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৯ মে ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) তে ‘ট্রেইনিং অন জার্মপ্লাজম কালেকশন, এক্সপ্লোরেশন ফর গ্যাপ ইম্প্রুভমেন্ট অ্যান্ড এনুয়াল রিসার্স রিভিউ ২০২২’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তোফাজ্জল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএআরসি’র নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের কৃষির আজকের অবস্থার পেছনে বিএডিসি’র অবদান অনেক বেশি। এই কোভিড-১৯ মহামারীতেও আমরা এতো বিপুল সংখ্যক মানুষকে যে খাদ্য দিতে পেরেছি এর পিছনে কৃষির অবদান সর্বাধিক। বিএডিসি যদি গবেষণার ক্ষেত্রে বিএআরসি’র সহযোগিতা চায় তবে তা দিতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। আমাদের ল্যাবরেটরিতে বিএডিসি’র গবেষক দল কাজ করতে পারেন। আমাদের যন্ত্র ও প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি বিএডিসি ও বিএআরসি একসঙ্গে গবেষণা করতে পারবে বলে আশা করছি।

সভাপতির বক্তব্যে বিএডিসি’র চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের কৃষিতে বিএডিসি’র অসামান্য অবদান রয়েছে।

আমাদের গবেষণায় আরো বেশি নজর দিতে হবে, গবেষণা শিখতে হবে। বিএডিসি আইনে বিএডিসিকে গবেষণার ম্যান্ডেটও দেওয়া হয়েছে। গবেবষণার ক্ষেত্রে আমরা বিএআরসি’র সহযোগিতা পাবো বলে আমি আশা করি। বিএআরসি’র গাইডলাইনকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। তিনি আরো জানান যে, স্বল্পসময়ের মধ্যে বিএডিসি’র মাধ্যমে ১০টি আলু, ৭টি ফল এবং ১টি তৈল বীজসহ সর্বমোট ১৮টি জাত নিবন্ধিত হয়েছে। এটি বিএডিসি’র জন্য একটি বড় সাফল্য।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএডিসি’র চেয়ারম্যান বিএডিসিকে NARS ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিএআরসি’র চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বিএডিসি’র বিভিন্ন পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ২০২২ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে প্রশিক্ষক (প্রশাসন), সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অফিসার, সহকারী ব্যবস্থাপক, সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক (অডিট), সহকারী প্রকৌশলী, উপসহকারী প্রকৌশলী, উপসহকারী পরিচালক পদে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে বিএডিসি’র নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগ। সর্বোচ্চ সতর্কতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই এসব পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর নির্দেশনা ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বিষয়টি নিয়োগপ্রাপ্তদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

বিএডিসিতে ৪র্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

গত ২০ জুন ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তরস্থ সেমিনার কক্ষে '৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিএডিসি'র কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগের আয়োজনে কর্মশালায় বিএডিসি'র বিভিন্ন স্তরের ১৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রণ করেন।

কর্মশালায় প্রধান উপস্থিতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপপ্রধান প্রকৌশলী জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মো. আব্দুস সামাদ ও বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান।

মূল প্রবন্ধে জনাব মুহাম্মদ বদিউল আলম সরকার চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি কীভাবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি আরো উন্নত ও যুগোপযোগী করা যায় সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বলেন, চমৎকার একটি পেপার উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল আনতে আমাদের কাজ করতে হবে। কৃষিতে প্রযুক্তি ও যান্ত্রিকীকরণ এখন অত্যাবশ্যকীয়। আমাদের সবার কাজ সঠিকভাবে করতে হবে।

সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে সেখানে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সার ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম রক্ষায় তৎপরতার প্রশংসা করে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান দুর্যোগপরবর্তী সময়ে তাদের সম্মাননা দেওয়ার কথাও ব্যক্ত করেন।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ইংরেজি Fourth Industrial Revolution এর বাংলার পরিভাষা। শিল্প বিপ্লবের যাত্রা শুরু হয় ইউরোপে। প্রথম শিল্প বিপ্লব কৃষি থেকে যান্ত্রিকীকরণে যাত্রাকে মানবসভ্যতায় যুক্ত করে। এ সময় বাষ্প ইঞ্জিন কৃষি ও শিল্পকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবে কয়লা, গ্যাস ও তেলসহ প্রাকৃতিক সম্পদ মানুষের হাতে আসে এবং যান্ত্রিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি টেলিফোন ও বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ তথ্য ও শিল্পব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি লাভ করে। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে কম্পিউটার ও বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ইন্টারনেটসহ জিনসম্পাদনা, জীবপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভার্চুয়াল বাস্তবতা, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি মানবসবভ্যতাকে পুরোপুরি নতুন বাস্তবতায় নিয়ে যায়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ডিজিটাল মাধ্যম, প্রযুক্তি, জীববিজ্ঞানকে এমন একটি সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে যে মানুষ ফসলের জিনোম সিকুয়েন্স উদ্ভাবন করেছে। নীরোগ ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য জিন সম্পাদনাও করছে। পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্র নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

কর্মশালায় বিএডিসিকে ৪র্থ শিল্প বিল্পবের জ্যন্য প্রস্তুতির ব্যাপারে আলোচনা করা হয়।

'ভালো বীজে ভালো ফসল'

পতিত জমি চাষে সব সহযোগিতা দেয়া হবেঃ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি'র খামারে ধান কাটা উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও কৃষিসচিব

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই ও আরও মজবুত করতে হলে চরাঞ্চল, উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা, পাহাড়ি প্রতিকূল এলাকার জমিকে চাষের আওতায় আনতে হবে। কোন জমি অনাবাদি রাখা যাবে না। পতিত জমি চাষের আওতায় আনতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখা হাসিনার সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। পতিত জমিতে যারা চাষ করবে তাদেরকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হবে। গত ১৫ মে ২০২২ তারিখে নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলার চর জব্বারে ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) খামারে সয়াবিন, ভুট্টা ও সূর্যমুখীর মাঠ পরিদর্শন এবং কৃষকদের সাথে মতবিনিময়কালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ চাষীদের সয়াবিন বীজ ফসলের মাঠ পরিদর্শনকালে মাননীয় মন্ত্রী চরাঞ্চলে অবস্থিত অনাবাদি পতিত জমিতে তেল জাতীয় ফসল সয়াবিন, সূর্যমুখী ও সরিষার আবাদ বাড়ানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, তেল জাতীয় ফসল আবাদে উৎপাদন খরচ কম এবং লাভ বেশি। এ বিষয়ে কৃষিবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বীজ, সার, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সকল প্রকার সহযোগিতা দেয়া হবে।
চাষিদের উদ্দেশ্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, নোয়াখালীর অনাবাদী পতিত জমিগুলোকে আবাদের আওতায় আনতে আউশ ধানের উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে আমাদের বিজ্ঞানীরা। আপনারা স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন অধিক ফলনশীল এ জাতগুলো রবি ফসল কর্তনের পরপরই আবাদ করবেন। চাষাবাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও সহযোগিতা দিতে বিএডিসি বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে।

মাননীয় মন্ত্রী খামারের চলমান কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, এটি একটি ভিন্নধর্মী ও বৈচিত্র্যময় খামার কেননা এটি জনগণের চিত্ত বিনোদনের একটি স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।
এ সময় কৃষিসচিব জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানসহ কৃষিসংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিএডিসি'র পুরস্কার অর্জন

কৃষি সমাচার ডেস্ক

নানা প্রতিকূলতা/সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ওপর অর্পিত কর্মপরিধি অনুযায়ী প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।
মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর নির্দেশনায় এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ স্যারের গতিশীল ও সুসংগঠিত নেতৃত্বে সংস্থার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।
এরই ফলস্বরূপ বিএডিসি কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার মধ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ স্যার সংস্থার পক্ষে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সমাপ্ত জাতীয় ফল মেলা ২০২২ এ-ও বিএডিসি বরাবরের মত প্রথম স্থান অর্জন করে।

বিএডিসি'র এ অর্জন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরলস পরিশ্রম ও মেধার ফসল। বর্তমান চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে বিএডিসি আরও এগিয়ে যাবে--এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাপ্ত পুরস্কার হাতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসিতে নবযোগদানকারী ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

বিএডিসিতে নবযোগদানকারী ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ২০২২ সালে নবযোগদানকারী নবম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ এর উপস্থিতিতে গত ২৩ জুন ২০২২ তারিখে বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের সেমিনার হলে বিভিন্ন উইংয়ের নবযোগদানকারী কর্মকর্তাদের বরণ করে নেওয়া হয়। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মো. আব্দুস সামাদ, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি'র সচিব জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামানসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিএডিসিতে নবযোগদানকারী ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশনে ফুল দিয়ে বরণ করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসিতে নবযোগদানকারী ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

নবযোগদানকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ হায়াতুল্লাহ বলেন, বিএডিসি যে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ দিয়েছে তা অনন্য। আমরা বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে নিয়োগ দিয়েছি, তোমরাও দেশ ও জাতির জন্য সততার সঙ্গে কাজ করবে। তিনি আরো বলেন, তোমাদের মূল্যবান সময়কে কাজে লাগাবে, ট্রাফিক জ্যামে থাকলে বই পড়বে। জীবনে আনন্দ করবে, কিন্তু এ আনন্দ যেন অন্যের কষ্টের কারণ না হয়।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, পরিশ্রম করতে হবে। মন্দ নয়, ইতিবাচক ও ভালো কিছুই যেন তোমাদের মানদণ্ড হয়।

স্বাগত বক্তব্যের পাশাপাশি বিএডিসি'র চেয়ারম্যান দাপ্তরিক আচরণ ও ব্যবহারবিধি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি প্রতিটি মানুষের জীবনে বচন, বসন ও বিচরণের গুরুত্ব গল্পে গল্পে নবযোগদানকারী কর্মকর্তাদের সামনে তুলে ধরেন। পরে বিশিষ্ট অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন নবাগত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, দেশ ও দেশের মানুষের জন্য নিরলস সততার সঙ্গে পরিশ্রম করে যাবে। কৃষির মাধ্যমে দেশ স্বনির্ভর হচ্ছে। বিএডিসি'র মাধ্যমে দেশ গঠনে কল্যাণমূলক অবদান রাখার অবারিত সুযোগ রয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে সৌরশক্তির ব্যবহার ও বিএডিসি'র কার্যক্রম

প্রকৌশলী মোঃ সারওয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক

সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প বিএডিসি'র গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের একটি। এ প্রকল্প ৮টি বিভাগের ৩৪টি জেলার ১৪১টি উপজেলায় বিস্তৃত। প্রকল্প বাস্তবায়নকাল ২/১০/২০১৮ থেকে ৩০/৬/২০২৩ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের অগ্রগতি ও সফলতার পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে সৌরশক্তি ব্যবহারের নানাদিক নিয়ে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আমাদের দেশের কৃষিকে প্রভাবিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রিন হাউজ গ্যাসের অতিরিক্ত নিঃসরণ, যা মূলত জীবাশ্ম জ্বালানির মাধ্যমে হয়ে থাকে। এমনতর অবস্থায় জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে উৎপাদিত কার্বন নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, ১ কিলোওয়াট-ঘন্টা শক্তি উৎপাদনে ১ কেজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপাদন হয়। এ হিসেবে প্রতিদিন ৫.০০ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার পাম্পিং সিস্টেম তার আয়ুষ্কালে প্রায় ৩০০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস থেকে পৃথিবীকে মুক্ত রাখবে। ফলে সোলার এনার্জিকে বর্তমানে গ্রিন এনার্জি হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত **পদক্ষেপ:**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০,০০০ সোলার পাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বিএডিসি সৌরশক্তির সাহায্যে সেচ পাম্প পরিচালনার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইসহ পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের ভিত্তিতে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে 'ঢাকা বিভাগে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি' নামে ১১টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প (এলএলপি) স্থাপনের একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে বিএডিসি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৭০টি সৌর পাম্প স্থাপন করেছে। এছাড়া বিএডিসি আগামী ২০২৩ সালের মধ্যে সারাদেশব্যাপী ১০০০টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। বিএডিসি, ইডকল, বিএমডিএ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩২০০ টি সৌর পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা:

বাংলাদেশে প্রতি বছর সাধারণত মধ্য জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বোরো ধান উৎপাদনে সেচযন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। প্রতি বৎসরই সেচের জন্য ডিজেল ও বিদ্যুতের বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহৃত এই সেচযন্ত্রসমূহ যদি ধাপে ধাপে সৌর বিদ্যুতের আওতায় আনা সম্ভব হয় তবে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং অন্যদিকে জ্বালানি ও বিদ্যুতের এই আকস্মিক চাহিদা থেকেও দেশ রক্ষা পাবে। বিশেষত বিদ্যুৎবিহীন চর অঞ্চলে সৌরশক্তির ব্যবহার কৃষিতে পরিবর্তন এনেছে। বিএডিসি রংপুর বিভাগের চর অঞ্চলে মোবাইল সৌর প্যানেল ও পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে সেচ কাজ পরিচালনা করছে। এছাড়া বিএডিসি ডাগওয়েলে ফানেল আকারে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে কূপ থেকে পানি উত্তোলন করে ড্রিপ ইরিগ্রেশন পদ্ধতিতে সবজি ও ফুলের চাষে যশোর ও শেরপুর জেলায় ব্যাপক সারা ফেলেছে।

গাজীপুর জেলার সদর উপজেলায় পিরোজালী ইউনিয়নে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত সৌরসেচ স্কিম

সেচ ছাড়া অন্যান্য সুবিধাদি:

সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প দ্বারা সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়ে ধান মাড়াই, ধান ভাঙ্গানো, ওভার হেড ট্যাংকের মাধ্যমে গৃহস্থালি কাজে পানি সরবরাহ, বাসাবাড়িতে বৈদ্যুতিক বাতি ইজি বাইকের ব্যাটারি ও মোবাইল চার্জ ইত্যাদি সুবিধার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। কীটপতঙ্গ নিধনের জন্য ব্যবহৃত ফোরামেন ট্রাপে সালার প্যানেল ব্যবহার করা হচ্ছে।

সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপনে কিছু প্রতিবন্ধকতা:

১) দৈনিক ৫ লক্ষ লিটার ০.৫ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সোলার পাম্প স্থাপনে প্রায় ২ শতাংশ জমির প্রয়োজন হয়, যেখানে প্রায়শই কোনো ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। দিন দিন যেখানে কৃষি জমি কমছে সেখানে সৌর প্যানেল স্থাপনের জমি কৃষকদের নিকট থেকে পেতে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়।

২) সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপনে প্রাথমিক খরচ অত্যধিক হওয়ায় কৃষকগ্রুপ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে পাম্প স্থাপন করা অনেক কষ্টসাধ্য।
৩) এ প্রযুক্তি আমাদের দেশে নতুন বিধায় এখানো সোলার পাম্প, কন্ট্রোলার, ইনভার্টার ইত্যাদি মেরামতের ওয়ার্কশপ এখনো গড়ে উঠেনি।

প্রতিকার:

১) সোলার প্যানেলের কার্যকারিতা (Efficiency) বৃদ্ধি পাওয়ায় প্যানেল স্থাপনে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।
২) সৌর প্যানেল ও পাম্পের দাম দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই পাম্প স্থাপনের প্রাথমিক খরচ কৃষকের ক্রয়সীমার ভিতর চলে আসলে এবং পাম্প ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি মেরামতের ওয়ার্কশপ এদেশে স্থাপন হলে দিন দিন সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্পের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।
৩) সৌরশক্তি চালিত সেচ স্কিম নির্বাচনের সময় সবজি বা যেসব ফসল উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে পানি কম লাগে সেসব ফসল উৎপাদনকারী এলাকাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।
৪) চীনে সৌর শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য ট্যাক্স রিবেটসহ সহজলভ্য ঋণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। যা এ দেশেও কার্যকরী করা যেতে পারে।
৫) সেচ মৌসুম ব্যতীত অন্যান্য সময়ে নেট মিটারিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রিডে সংযোজনের মাধ্যমে বাড়তি আয় সম্ভব।

‘রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্পের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে

প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, প্রকল্প পরিচালক

(গত সংখ্যায় প্রকাশের পর)

৬। নদী ও পুনঃখননকৃত খালে বিদ্যুৎচালিত এলএলপি স্থাপন:
রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার ১-কিউসেক বিদ্যুৎচালিত এলএলপি স্কিম:
ভূউপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নের উত্তর বাউচন্ডি মৌজায় প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৩.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যমুনেশ্বরী নদীতে স্থাপিত ১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে। স্কিমটিতে বিদ্যুৎ লাইন নির্মান (৩ ফেজ)- ৩০মিটার, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (১০০০ মিটার), পাম্প হাউজ নির্মাণ, আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ৭.৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন সেচযন্ত্র সরবরাহ ও মোবাইল অ্যাপস সংযোজন করা হয়েছে। স্কিমটির পানির উৎস যমুনেশ্বরী নদী এবং ফসলের মাঠ হতে পানির উৎস ৫০০ ফিট দূরে হওয়ায় দুইটি হেডার ট্যাংকের মাধ্যমে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করে ভূগর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে ফসলের জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। এই স্কিমটি স্থাপনের পূর্বে কৃষকদের জমিতে সেচ দেওয়া কষ্টকর ও ব্যয়বহুল হওয়ায় জমি পতিত থাকতো। কিছু জমিতে আখ, কালাই ও পাট চাষ করা হতো। বিএডিসি কর্তৃক এই ১-কিউসেক এলএলপি স্থাপন ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের ফলে কৃষকরা অনেক উপকৃত হচ্ছে এবং তাঁরা ধান, গম, আলু, ভুট্টা ও বিভিন্ন সবজি চাষ করছেন। স্কিমটির আওতায় প্রায় ৩৫ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে এবং প্রায় ২৫০ জন কৃষক উপকার পাচ্ছে। স্কিমটি স্থাপনের পূর্বে সেচখরচ একর প্রতি ৬০০০.০০ টাকা ছিল। স্কিমটি স্থাপনের ফলে বর্তমানে সেচ খরচ একর প্রতি ৩০০০.০০ টাকায় নেমে এসেছে। ভূপরিস্থ পানির ব্যবহারের ফলে ফলন বৃদ্ধি হয়েছে। স্কিমটিতে স্যান্ডুস প্যানেল দ্বারা পাম্প হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। পাম্প হাউজটি নদীর তীরবর্তী হওয়ায় স্বল্প খরচে স্থানান্তর করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও স্যান্ডুস প্যানেল দ্বারা নির্মিত পাম্প হাউজ শব্দ ও তাপনিরোধক এবং রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অনেক কম।

৭। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত খালে স্থাপিত ১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি স্কিম:
“রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বদরগঞ্জ উপজেলায় পুনঃখননকৃত ফলিমারী খালের পানি সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। খালে সাবমার্জড ওয়্যার কাম স্লুইসগেটের মাধ্যমে আটকানো পানি এলএলপি স্থাপনের মাধ্যমে উত্তোলন করে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। বদরগঞ্জ উপজেলার রামনাথপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ মোকসেদপুর মৌজায় বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণসহ ১-কিউসেক এলএলপি স্কিমে নির্মাণ করা হয়েছে ১০০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা। এতে স্কিম সংশ্লিষ্ট কৃষকগণ স্বল্প খরচে ও সহজে সেচ প্রদান করতে পারছে। স্কিমটির আওতায় প্রায় ৩৫ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে এবং প্রায় ২৫০ জন কৃষক উপকার পাচ্ছে। স্কিমটি স্থাপনের পূর্বে সেচ খরচ একর প্রতি ৬০০০.০০ টাকা ছিল স্কিমটি স্থাপনের ফলে বর্তমানে সেচ খরচ একর প্রতি ৩০০০.০০ টাকায় নেমে এসেছে। ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহারের ফলে ফলন বৃদ্ধি হয়েছে।

স্মল হোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রকল্প সেচ সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে

গত ৩০ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪ মেয়াদে অনুমোদিত হয়েছে স্মল হোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন চারটি সংস্থা-বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এর সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে এই প্রকল্পটি। এছাড়া প্রকল্পের কারিগরি সহযোগী হিসাবে রয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার ডেভলপমেন্ট (ইফাদ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে এসএসিপি। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের ১১ টি জেলার ৩০ টি উপজেলা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত।

উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষির সবচেয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা। "স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)" শীর্ষক প্রকল্পের বিএডিসি অংগের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য সেচ ও নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং এর মাধ্যমে সেচ দতা ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। তারই ধারাবাহিকতায় সেচের পানি প্রদান, অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য এসএসিপি বিএডিসি অংগের আওতায় খাল/নালা পুনঃখনন এবং বারিড পাইপ লাইন, ফসল রক্ষা বাঁধ, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টার ও বিভিন্ন ধরণের ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ কার্যক্রম চলমান আছে।

ফসল রক্ষা বাঁধ

চর ও উপকূলীয় অঞ্চলের চাষের জমিকে বন্যা ও জোয়ারের পানি হতে রক্ষা করার জন্য প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মাটির বাঁধ নির্মাণ করার সংস্থান রয়েছে। স্লুইচগেটসহ এই ৫৫ কিলোমিটার বাধঁ নির্মাণ করা হলে প্রায় ৩০০০ হেক্টর

ঝালকাঠির নলছিটিতে হদুয়ার চর ফসল রক্ষা বাঁধের উপর স্লুইচগেইট

ঝালকাঠি জেলার কাঁঠালিয়ায় প্রকল্পের মাধ্যমে পুনঃখননকৃত বিশ্বাস বাড়ীর খাল

জমিতে বছরের সবগুলো মৌসুমে ধান ও উচ্চমূল্যের ফসল চাষাবাদ করা সম্ভব হবে। পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি ও চট্টগ্রাম জেলায় ইতোমধ্যে প্রায় ১৬ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার বিষখালী নদীর কূল ঘেঁষে হদুয়ার চর অবস্থিত। বর্ষার সময় বিষখালী নদী পানিতে ভরে যেত, এর ফলে অগ্রিম প্লাবন এবং চাষের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হত। এই কারণে বিগত বছরগুলোতে এই চরে তেমন কোন ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হতো না। আগাম জোয়ারের পানিতে কৃষকরা যে ফসল উৎপাদন করতো সেই ফসলই নষ্ট হয়ে যেত। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিএডিসি এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় হদুয়ার চরে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মান করার উদ্যোগ নেয়। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এসএসিপি প্রকল্পের অর্থায়নে এবং বিএডিসির স্থানীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও শ্রমে বাস্তবায়িত হয় ৩.৮ কিলোমিটার দৈর্ঘের হদুয়ার চর ফসল রক্ষা বাঁধ। সেচ ও পানি নিস্কাশনের জন্য এই বাঁধে নির্মাণ করা হয়েছে দুই ভেন্টেরদুটি স্লুইচগেট বা রেগুলেটর।

স্লুইচগেটসহ এই বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধের অভ্যন্তরে প্রায় ৫০ হেক্টর জমিতে তরমুজ, ধান, কলাই, মুগ ডাল ও শাক-সবজির চাষাবাদ করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে এই অঞ্চলে বছরে শুধু একটি মৌসুমে (বোরো) চাষাবাদ করা হতো। স্লুইচগেটসহ এই বাঁধ নির্মাণের ফলে বছরের সকল মৌসুমে এখানে চাষাবাদ করা হয়। কৃষকের অর্থনৈতিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেও হদুয়ার চর ফসল রক্ষা বাঁধ ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

খাল পুনঃখনন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। এখনো মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ

অবদান রয়েছে। কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা খুবই জরুরি। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের অন্যতম একটি মাধ্যম হলো খাল পুনঃখনন। খালগুলো পুনঃখননের মাধ্যমে বছরব্যাপী বহমানতা বজায় রাখতে পারলে শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ কাজে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি সেচ কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমে যাবে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণেও এইসব খাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এসএসিপি বিএডিসি অংগের আওতায় ৪৮৪ কি.মি. (ছোট প্রস্থের খাল ২৯৪ কি.মি. এবং মাঝারী প্রস্থের খাল ১৯০ কি.মি.) খাল পুনঃখননের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এই পর্যন্ত ১৮৪ কি.মি. ছোট প্রস্থের খাল এবং ১২৮ কি.মি. মাঝারী প্রস্থের সর্বমোট ৩১২ কি.মি. খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। যার ফলে ৭৮০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। এর ফলে অতিরিক্ত ১৯৫০০ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

বারিড পাইপ

ভূগর্ভস্থ সেচনালা বা বারিড পাইপ ব্যবহারে সেচের পানির কোন অপচয় হয় না ফলে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মূল্যবান কৃষি জমির কোনো অপচয় হয় না এবং প্রায় কোন রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সেচ খরচ প্রায় অর্ধেক কমে যায়। একটি পাম্পিং ইউনিটের অধীনে কমান্ড এরিয়া প্রায় ৪০% বৃদ্ধি পায়। এজন্য উৎস থেকে জমিতে সেচের পানি পৌঁছানোর জন্য বারিড পাইপ কৃষকের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয়। এসএসিপি বিএডিসি অংগের আওতায় ২৫০ কি.মি. বাড়িড পাইপ লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে যার ফলে প্রায় ৮৭৫০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আসবে এবং অতিরিক্ত ৩৫০০০ টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এই পর্যন্ত ১৪৪ কি.মি. বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৫০৪০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে। এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ২৫০টি বারিড পাইপ স্কিমের মধ্যে ১৫০ টি স্কিমে মোটর চালিত পাম্পিং সেট ব্যবহৃত হবে। এই পাম্পিং সেটগুলো পরিচালনার জন্য প্রকল্পের আওতায় ১৫০টি বিদ্যুত লাইন নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৮টি বিদ্যুত লাইন নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই বিদ্যুত লাইনগুলো নির্মাণের ফলে উৎপাদন খরচ প্রায় অর্ধেক এ নেমে আসবে।

আর্টেসিয়ান ওয়েল নির্মাণ

প্রকল্প এলাকার আওতায় দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ১০০টি আর্টিশান ওয়েল স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের পাহাড়ী অঞ্চলে confined pressurized aquafire zone বিদ্যমান এবং সেখানে piezometric surface ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থিত। এজন্যই এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় আর্টিশিয়ান ওয়েল

ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

স্থাপন করা হয়ে থাকে। এর ফলে ৫০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। এতে পানি উত্তোলনের জন্য পাম্পের প্রয়োজন হয় না। ফলে এটি সাশ্রয়ী এবং ব্যবহার সুবিধাজনক। বিভিন্ন ধরণের ফল যেমন মাল্টা, কমলা, ড্রাগন, পেপেঁ ও পেয়ারা চাষ, উচ্চমূল্য ফসল ও সবজি যেমন করলা, শশা, বরবটি টমেটো ইত্যাদি উৎপাদন এবং বসতবাড়ির উঠানে সবজি চাষে আর্টিশিয়ান ওয়েল এর পানি ব্যবহার করা হয়।

রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টার

কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নেমে যাচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের পানিও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান সমস্যা হচ্ছে লবণাক্ততা। এখানে সুপেয় পানির প্রাপ্যতা দিন দিন কমে আসছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে এসব এলাকার পানিতে ৫০০০ ´S/cm থেকে ১৮০০০ ´S/cm পর্যন্ত লবণের উপস্থিতি রয়েছে। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী মানুষের পানীয় জলে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য লবণের পরিমাণ ৫০০ ´S/cm। এসব এলাকার মানুষের খাবার পানির সংকট যে কারো মনে শংকার সৃষ্টি করবে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে কৃষিকাজসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সম্ভাবনা বিবেচনা করে প্রকল্পের আওতায় দেশের উপকূলীয় জেলায় ২০২৪ টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টার নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো নির্মাণ করা হলে উচ্চমূল্যের ফসল চাষের পাশাপাশি উপকূলীয় জেলাসমূহের মানুষের জন্য খাবারপানি ও গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের আওতায় এই পর্যন্ত ১২৪২ টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টার নির্মাণ করা হয়েছে, বাকিগুলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

(চলমান)

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন

কৃষিবিদ প্রদীপ চন্দ্র দে
সভাপতি

কৃষিবিদ মোঃ নাজিম উদ্দিন শেখ
সাধারণ সম্পাদক

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির ২০২২-২৩ মেয়াদের কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন কৃষিবিদ প্রদীপ চন্দ্র দে এবং সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন শেখ।

গত ২৯ মার্চ ২০২২ তারিখে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান কৃষিবিদ জনাব আবু রায়হান মোঃ তারিক এই কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষণা করেন। পরিষদের অন্যান্যরা হলেন জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি কৃষিবিদ মাসুদ আহমেদ, সহ-সভাপতি কৃষিবিদ দেবদাস সাহা, যুগ্মসম্পাদক কৃষিবিদ সঞ্জয় রায়, ও কৃষিবিদ মোঃ আমিন উল্ল্যাহ বকুল, দপ্তর সম্পাদক কৃষিবিদ সাঈদ মোঃ ওয়াসিম বারী , প্রচার সম্পাদক কৃষিবিদ কামরুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষিবিদ মোঃ জাহিদুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ রুহুল আমিন, সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক কৃষিবিদ সামসুজ্জোহা প্রামানিক, সমাজকল্যাণ সম্পাদক কৃষিবিদ আবু শাহাদাৎ মোঃ সোয়েব, কৃষি পরিবেশ ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক কৃষিবিদ ড. আজিজা বেগম।

এ ছাড়া পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কৃষিবিদ মোঃ মোজাম্মেল হক, কৃষিবিদ মোঃ জামিলুর রহমান, কৃষিবিদ মোঃ আজিম উদ্দিন, কৃষিবিদ মোঃ আবীর হোসেন, কৃষিবিদ এ. কে. এম নূরুল ইসলাম, কৃষিবিদ মোঃ সেলিম হায়দার, কৃষিবিদ মোঃ কবিরুল হাসান, কৃষিবিদ মোঃ শওকতুল ইসলাম সুমন, কৃষিবিদ মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, কৃষিবিদ মোর্তজা রাশেদ ইকবাল, কৃষিবিদ মোঃ মজিবর রহমান খান, কৃষিবিদ দেলাওয়ার হোসেন, কৃষিবিদ তপন কুমার সাহা, কৃষিবিদ মোঃ মহিবুর রহমান, কৃষিবিদ মোঃ দিদারুল আমিন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদ্য বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য থাকবেন।

বিএডিসিতে "দাপ্তরিক কার্যক্রমে প্রমিত বাংলা বানানের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে কর্মপন্থা নির্ধারণ" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২২ জুন ২০২২ তারিখে বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের সেমিনার হলে দাপ্তরিক কার্যক্রমে প্রমিত বাংলা বানানের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে কর্মপন্থা নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় বাংলা ভাষা ও বানানের গুরুত্ব এবং প্রয়োগ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ। প্রবন্ধে দাপ্তরিক কাজে বাংলা বানান, উচ্চারণ ও নানাবিধ ব্যবহার বিষয়ে উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় সদর দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীগণ বাংলা ভাষা, বাংলা বানান ও প্রয়োগবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেন।

কর্মশালায় বাংলা ভাষা ও বানানের গুরুত্ব এবং প্রয়োগ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি প্রকৌশল সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন

প্রকৌশলী শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ
সভাপতি

প্রকৌশলী এ কে এম আপেল মাহমুদ
সাধারণ সম্পাদক

বিএডিসি প্রকৌশল সমিতির ২০২২-২৩ মেয়াদের কেন্দ্রীয় কার্যনিবাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন প্রকৌশলী শিবেন্দ্র নারায়ন গোপ এবং সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী এ কে এম আপেল মাহমুদ।

গত ২১ মে ২০২২ তারিখে নির্বাচন পরিচালনা পরিষদের প্রধান প্রকৌশলী পরিতোষ কুমার কুন্ডু এই কার্যনির্বাহী পরিষদ ঘোষণা করেন। পরিষদের অন্যান্যরা হলেন সহ-সভাপতি প্রকৌশলী এস এম শহীদুল আলম, প্রকৌশলী মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রকৌশলী আবুল হাসান মোঃ মিজানুল ইসলাম, যুগ্মসম্পাদক প্রকৌশলী সাইফুল আজম, প্রকৌশলী হুসাইন মোঃ খালিদুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী শাহ কিবরিয়া মাহবুব তন্ময়, দপ্তর সম্পাদক প্রকৌশলী জাহিদ আনছারী, প্রচার সম্পাদক প্রকৌশলী তমাল দাশ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক প্রকৌশলী সরোয়ার জাহান, কোষাধ্যক্ষ প্রকৌশলী এস এম আতাই রাব্বি।

এ ছাড়া পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার, প্রকৌশলী এ কে এম জাহাঙ্গীর আলম সরকার, প্রকৌশলী আহসান উদ্দিন আহমেদ, প্রকৌশলী মোছাম্মৎ শাহিনারা বেগম, প্রকৌশলী কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মোঃ আশরাফুল আলম, প্রকৌশলী সুদেব কর্মকার, প্রকৌশলী মোঃ সোহেল রানা এবং প্রকৌশলী আব্দুল্লাহ আল মুসাব্বির।

শোক সংবাদ

* গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (বিএডিসি) এর নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) নরসিংদী রিজিয়ন, নরসিংদী জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (৪৭) স্ট্রোকজনিত কারণে গত ১৯ মে ২০২২ তারিখ রাত ০১.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও এক পুত্রসহ অসংখ গুণগ্রাহী বন্ধু বান্দব ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। তিনি ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখে বিএডিসিতে সহকারি প্রকৌশলী পদে যোগদান করেন। তিনি সৎ, দক্ষ, মেধাবী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী গভীরভাবে শোকাহত। বিএডিসি পরিবার তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও স্বজনদের প্রতি গভীর সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপনপূর্বক মহাল আল্লাহর নিকট তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছে।

* গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ (বিএডিসি) এর বীজের আপৎকালীন মজুদ কার্যক্রম, চুয়াডাঙ্গা দপ্তরে কর্মরত উপসহকারী পরিচালক জনাব নিজ্জল বৈদ্য (২৮) হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে বিগত ১৫ জুন ২০২২ তারিখ বিকাল ০৩.১০ মিনিটে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত নিজ্জল বৈদ্য সৎ, দক্ষ, মেধাবী ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিগত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সংস্থায় উপসহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী গভীরভাবে শোকাহত। বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ বর্ণিত দুইজন কর্মকর্তার মৃত্যুতে পৃথক পৃথক শোকবার্তা প্রদান করেন।

* গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিএডিসি'র জনসংযোগ বিভাগের অফিস সহায়ক জনাব মোঃ মাহাতাব মিয়ার মাতা আনোয়ারা বেগম (৯০) গত ২ জুন ২০২২ তারিখ বিকাল ০৩.৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার ডেমরায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বিএডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীরা মরহুমার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন।

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি: অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হলো শ্রাবণ মাস।

ধান:

শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩১, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৪, ব্রিধান-৪৬, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপনের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০ঃ২০ঃ৩২ঃ১৮ঃ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকী সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। শ্রাবণেই আউশ ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউশ কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট:

পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে উঁচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কাণ্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩টি কুঁড়ি থাকে।

শাক-সবজি:

গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিস্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় সীমের বীজ লাগানো যায়। তাছাড়া তাপসহনশীল মূলার বীজও এ মাসে রোপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণ:

আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা রোপণ বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান:

শ্রাবন মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবী জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। নাবী জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রিধান-৪৬ অন্যতম।

পাট:

ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোঁয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলিয়ে তাতে আঁশ গুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবী পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল:

এ মাসের মধ্যে মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপন করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ-৬, বিনামুগ-৫, বারিমাস-৩, বারি সয়াবিন-৬ উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সবজি:

আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া ও দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপন করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টির তোড় থেকে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য:

সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজে গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

শেরে বাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএডিসি'র সেচভবন অডিটরিয়ামে ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র কৃষিভবনস্থ সেমিনার হলে বীজ বিতরণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত '২০২২-২৩ বিতরণ বর্ষের আমন ধানবীজ বিতরণ ও বিক্রয় কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

শেরে বাংলা নগরস্থ মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএডিসি'র সেচভবন অডিটরিয়ামে ক্ষুদ্রসেচ উইং কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সংস্থার সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ১২৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নজরুল চর্চা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত রাজধানীর কাকরাইলস্থ আইডিইবি ভবনের মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি মিলনায়তনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঢাকার কেআইবি মিলনায়তনে জাতীয় ফল মেলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ

বিএডিসি'র কৃষিভবনস্থ সেমিনার হলে অডিট বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অডিট বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আলোচনা করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব এ এফ এম হায়াতুল্লাহ। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম এবং সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মো. আব্দুস সামাদ

চিত্রে জাতীয় ফল মেলায় বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ফল

চাপালিশ কাঁঠাল

বিএডিসি আম-১

ব্যানানা ম্যাংগো

হাইব্রিড-১০ আম

বিএডিসি আম-২ (কমলাভোগ)

গৌড়মতি আম

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।